২২ ই রাবি আল-আখির, ১৪৩৭

আল বায়ান রেডিও পরিবেশন করছে, ২২ই রাবি' আল আখির ১৪৩৭ হিজরির জন্য দাওলাতুল ইসলাম সংবাদ বুলেটিন।

প্রধান শিরোনামঃ

- উলাইয়াত হিমসে আদ-দুউওয়াহ অঞ্চলে নুসাইরী সেনাবাহিনীর অবস্থানস্থলে দুটি ইসতিশহাদী হামলা, এবং তাদের তিনটি অবস্থানস্থল দখলে।
- উলাইয়াত আল-ফাল্লুজাহ'র উত্তরাংশে আল-বু শাজাল অঞ্চলের সীমান্তে সাফাভী সেনাবাহিনী ও রাফিদি মোবিলাইজেশন বাহিনীর উপর খিলাফাহ'র সৈনিকগণের হামলা, এতে ৩০ জন সাফাভী সেনা ও রাফিদি মোবিলাইজেশন যোদ্ধা নিহত।
- উলাইয়াত কারকুকে তিকরিত ও আত-তুয শহরের মাঝের রাস্তায় সাফাভী সেনাবাহিনীদের উপর ও তাদের ব্যারাকসমূহে তিনটি হামলা, এতে তাদের বহুসংখ্যক সেনা নিহত।
- মিশরের গিজাতে খিলাফাহ'র সৈনিকগণের একটি চোরাগোপ্তা হামলায় একজন অফিসারসহ পাঁচজন মুরতাদ মিশরীয় পুলিশ নিহত।

❖ উলাইয়াত হিমসঃ

আমাদের ভাই আবু মুস'আব আল-হালাবি আদ-দুউওয়াহ অঞ্চলে নুসাইরী সেনাবাহিনীদের একটি অবস্থানস্থলে একটি বিস্ফোরকভর্তি সাঁজোয়া যান দিয়ে একটি ইসতিশহাদী হামলা করেন। তিনি মুরতাদের অবস্থানস্থলের ভেতরে তাঁর বিস্ফোরকভর্তি যানটি বিস্ফোরিত করেন, ফলে তাদের কিছুসংখ্যক সেনা হতাহত হয় এবং তাদের একটি ট্যাংক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

এদিকে, খিলাফাহ'র সৈনিকগণ আদ-দুউওয়াহ অঞ্চলে নুসাইরী সেনাবাহিনীর অবস্থানস্থলে গোপনে অগ্রসর হন, এরপর তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়, যুদ্ধে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ বিভিন্ন ধরনের হালকা ও মাঝারী অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করেন। তাঁরা তিনটি অবস্থানস্থল দখল করতে সক্ষম হন এবং হালকা অস্ত্র ও বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ গনীমত হিসেবে লাভ করেন। এছাড়াও মুজাহিদিনগণ একটি মিসাইল ঘাঁটিতে ভারী কামান দিয়ে বোমা বর্ষণ করেন, ফলে সেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ভেতরের সবাই নিহত হয়।

❖ উলাইয়াত আল-ফাল্লুজাহঃ

খিলাফাহ'র সৈনিকগণ আল-ফাল্লুজাহ'র উত্তরে আল-বু শাজাল অঞ্চলের সীমান্তে সাফাভী সেনাবাহিনী ও রাফিদি মোবিলাইজেশন বাহিনীর কিছু ব্যারাকে একটি হামলা করেন। হামলায় ৩০ জনেরও বেশি মুরতাদদিন নিহত হয় এবং তাদের দুটি হ্যামার গাড়ি ও দুটি বুলডোজার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এখনো যুদ্ধ চলছে, আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের দৃঢ়তা দান করেন এবং আমাদের বিজয় দান করেন।

❖ উলাইয়াত কারকুকঃ

আমাদের ভাই আবুল-বারা' আল-ইরাকী, আবু মুসলিম আল-ইরাকী এবং আবু মুহাম্মাদ আল-পাকিস্তানী তিকরিত ও আত-তুযের মাঝের রাস্তায় সাফাভী সেনাবাহিনীদের উপর এবং তাদের ব্যারাকসমূহে বিস্ফোরকভর্তি গাড়ি নিয়ে ইসতিশহাদী হামলা করেন। তাঁরা মুরতাদদিনদের উপর তাঁদের গাড়িগুলো বিস্ফোরিত করেন, ফলে মুরতাদদিনদের বহুসংখ্যক সেনা নিহত হয়। আল্লাহ আমাদের ভাইগণকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

এদিকে, খিলাফাহ'র সৈনিকগণ অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট গান (বিমান বিধ্বস্তকারী মেশিনগান) দিয়ে সাফাভী সেনাবাহিনীর একটি হেলিকাপ্টার ভূ-পাতিত করতে সক্ষম হন।

এছাড়াও মুজাহিদিনগণ কারকুকের পশ্চিমে আল্লাস তেলক্ষেত্রে সাফাভী ব্যারাকসমূহে ১০০টিরও বেশি মর্টার রাউন্ড নিক্ষেপ করেন, সেগুলোর বেশিরভাগই লক্ষ্যবস্তুতে সরাসরি আঘাত হানে।

২২ ই রাবি আল-আখির, ১৪৩৭
সেই সাথে মুজাহিদিনগণ আল্লাস তেলক্ষেত্রে দুটি মিসাইল দিয়ে সাফাভী সেনাবাহিনীর দুটি হ্যামার গাড়ি ধ্বংস করেন।

❖ মিশরঃ

খিলাফাহ'র দুইজন সৈনিক গিজার আল-মুনিব অঞ্চলে মুরতাদ মিশরীয় পুলিশের একটি চেকপয়েন্টে হামলা করেন। তাঁরা চেকপয়েন্টে একজন অফিসারসহ পাঁচজনকে হত্যা করতে সক্ষম হন এবং তারপর তাঁরা নিরাপদে তাঁদের ঘাঁটিতে ফিরে আসেন।

❖ উলাইয়াত সালাহউদ্দিনঃ

খিলাফাহ'র দুইজন সৈনিক আল-'আলাম শহরের উত্তরে আল-লাক্লাক অঞ্চলের আল-হায়াকিলে সাফাভী সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে হামলা করেন, তাঁরা হালকা অস্ত্র ও হাত বোমা দিয়ে মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করেন। ফলে মুরতাদদের দুটি ঘাঁটি এবং সেই সাথে সেনাসদস্যদের বহনকারী একটি যান আগুনে পুড়ে যায় এবং ৬ জন মুরতাদদিন নিহত হয়। একজন ভাই শাহাদাত বরণ করেন এবং আরেকজন ভাই ঘাঁটি থেকে বের হয়ে এসে নিরাপদে মুজাহিদিনগণের ঘাঁটিতে ফিরে যান। আল্লাহ আমাদের ভাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

এদিকে, খিলাফাহ'র সৈনিকগণ সামাররা শহরের পশ্চিমে আশ-শরিফ আব্বাস অঞ্চলে, আল-বু হামদ গ্রামের নিকটে, পশ্চিম আল-লায়িন এবং তিকরিতের উত্তরে সাফাভী সেনাবাহিনীর একটি যুদ্ধযান ও কিছু ব্যারাক ধ্বংস করেন, এতে তাঁরা ভারী মেশিনগান এবং ভারী অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করেন।

এছাড়া মুজাহিদিনগণ আশ-শরিফ আব্বাস অঞ্চলে রাফিদি মোবিলাইজেশন বাহিনীর বোমা নিষ্ক্রিয়কারী এক ইউনিটের উপর একটি বোমা বিস্ফোরিত করেন, ফলে তাদের একজন নিহত হয় এবং তিনজন গুরুতর আহত হয়।

সামাররা বাঁধের নিকটে এবং আশ-শরিফ আব্বাস অঞ্চলে চারজন সাফাভী সেনা ও রাফিদি মোবিলাইজেশন যোদ্ধাকে স্নাইপার রাইফেল দিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়।

❖ উলাইয়াত বারক্বাহঃ

"শায়খ আবুল-মুগিরাহ আল-ক্বাহতানীর লড়াই (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন)" নামক চলমান যুদ্ধে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ আস-সিদরাহ শহরের পশ্চিমে দক্ষিণ দিক থেকে আসা তাগুতের সেনাবাহিনীর একটি হামলা প্রতিহত করেন, মুরতাদদিনরা ৭টি যুদ্ধযান ও কিছুসংখ্যক পদাতিক বাহিনী নিয়ে এসেছিল, পরবর্তীতে তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়, ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

❖ উলাইয়াত সিনাইঃ

খিলাফাহ'র সৈনিকগণ আল-'আরিশ শহরের পশ্চিমে যারি' আল-খাইর গ্রামের নিকটে মুরতাদ মিশরীয় সেনাবাহিনীর বহনকারী একটি যানে একটি বোমা বিস্ফোরিত করেন, এতে একজন অফিসারসহ ভেতরের সবাই নিহত হয়।

এদিকে, আল-'আরিশ শহরের দক্ষিণে মুরতাদ মিশরীয় পুলিশের নিরাপত্তা এজেন্টের দুটি বাড়ি এবং একজন অফিসারের একটি বাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় হয়।

❖ উলাইয়াত হামাহঃ

খিলাফাহ'র অল্পসংখ্যক সৈনিকগণ আল-ফুরক্লুস অঞ্চলের নিকটে অবস্থিত নুসাইরী বাহিনীর এলাকায় গোপনে অগ্রসর হন এবং হিমসের দিকের মূল গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেন, এরপর তাঁরা নিরাপদে তাঁদের ঘাঁটিতে ফিরে আসেন।

❖ উলাইয়াত দিজলাহঃ

আল্লাহর অনুগ্রহে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ মাখমুর অঞ্চলে পেশমারগাদের একটি ড্রোন ভূ-পাতিত করেন।

২২ ই রাবি আল-আখির, ১৪৩৭

❖ উলাইয়াত হালাবঃ

খিলাফাহ’র সৈনিকগণ কুওয়ারিস সামরিক বিমান বন্দরের দক্ষিণে অবস্থিত আইশাহ গ্রামে নুসাইরী বাহিনীর একটি অবস্থানস্থলে গোপনে অগ্রসর হন এবং হামলা করেন, ফলে দুইজন নুসাইরী সেনা নিহত হয়।

অনুবাদেঃ আত-তামকীন মিডিয়া